পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ

কর্মচারী ভবন, ১০এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪

নজিরবিহীন দমন-পীড়ন, প্রসাশনিক আক্রমণ ও শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতি চরম বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ৯ জুলাই, ২০১৫ মৌলালী যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনসমূহ, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, বিদ্যুৎ, রাজ্য পরিবহন, কলকাতা কর্পোরেশন ও বিভিন্ন পৌরসভার কর্মচারীদের সংগঠনগুলি কর্তৃক আহুত এই কনভেনশন তীব্র ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর সারা রাজ্য জুড়ে এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারী - শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কষ্টার্জিত অধিকারগুলি আজ ভয়ংকর ভাবে আক্রান্ত। সংবিধান প্রদত্ত বুনিয়াদী অধিকারগুলিও আজ পদদলিত। গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলিকে আক্রমণ করা হচ্ছে। সরকারি আদেশনামা জারি করে সভা-সমিতি-বিক্ষোভ প্রর্দশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারিদের সর্বজনীন দাবিতে আহুত ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য বেতন কাটা ও ডায়েজনন করার নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। সংগঠনকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের চার বছরের বেশী সময়কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সময়কালে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী,শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ভয়াবহ আর্থিক বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এটা সবার জানা যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতনের যে ক্ষয় হয় তা পূরণ করা হয় মহার্ঘভাতা প্রদানের মধ্য দিয়ে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান এই মহার্ঘভাতার পরিমাণ **১৯৩** শতাংশ। আর এই রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা পায় মাত্র ৬৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫.০৯.২০১৩ থেকে বেতন কমিশন গঠন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত পে-কমিশনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ বা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবে। এটি চালু হলে এই আর্থিক বঞ্চনা আরো বৃদ্ধি পাবে। রাজ্য সরকার ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে দুর-দূরান্তে বদলী করছেন যার দ্বারা সেই কর্মচারীরা শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নয় তাঁদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগের ক্ষেত্রে পি এস সি যেভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা এতদিন প্রতিপালন করে এসেছিল, সেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এক চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গণ আর শিক্ষক সমাজ শুধুমাত্র অসম্মানিত হচ্ছেন তাই নয়, শারিরীকভাবেও নিগৃহীত হচ্ছেন। পরিবহন শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-পেনশন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই নয়, তাঁরা পেনশন না পেয়ে আত্মহত্যা করছেন। অথচ সরকারের মেলা, উৎসব, ক্লাবকে টাকা দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে অপচয়ের বহর বাড়ছে। সরকারী প্রশাসনে লক্ষাধিক শূণ্যপদ স্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ না করে সরকারের রাজনৈতিক দলের অনুগামী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা এবং দলীয় কর্মীদের চুক্তিপ্রথায় নিয়োগের মাধ্যমে কাজ চালানো হচ্ছে। বেকার যুবক-যুবতীরা চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বা সর্বস্তরে দলদাসতন্ত্র কায়েম করে গণতন্ত্রকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী
শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ
কর্মচারী ভবন, ১০এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে এই যৌথ ঐক্যবদ্ধ কনভেনশন গণতান্ত্রিক অধিকার এবং রাজ্য সরকারের সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনার ও উপেক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছে এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ও দেশ বিরোধী আগ্রাসী উদারনীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরে শ্রমিক-কর্মচারী - শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা অকুতোভয় সাহস ও গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগামী ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

২রা সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সমগ্র শ্রমিক-কর্মচারী - শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

যৌথ আন্দোলনের দাবিসমূহ :-

১। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত, শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ৪৮% মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে।

২। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি অবিলম্বে গঠন করতে হবে এবং বেতন কমিশন / কমিটির সুপারিশসমূহ ১ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে কার্যকরী করতে হবে।

৩। হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বদলী রদ এবং সংগঠনের নেতৃত্বের অভিসন্ধিমূলক বদলীর আদেশনামা বাতিল করে পূর্ববর্তীস্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪। ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) অবশিষ্ট কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ দ্রুত কার্যকর করতে হবে।সরকারী পরিষেবা ও নিয়ন্ত্রণে সকল শ্রমিক-কর্মচারীসহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে। স্থায়ী গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের নতুন আদেশনামা বাতিল করতে হবে।

৫। স্থায়ী প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধসংস্থায় সর্বস্তরে শূণ্যপদগুলি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। পি.এস.সি-র পরিকাঠামো খর্ব করা চলবে না। শিক্ষার অধিকার আইন বা অন্য কোনো অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা যাবে না। স্থায়ীপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। সর্বস্তরে পদসমূহ পি.এস.সি-র মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৬। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীসহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারীদের (১০ বছরের বেশী চাকুরীকাল) রেগুলার এ্যাসট্যাব্লিসমেন্টে যুক্ত করতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ

কর্মচারী ভবন, ১০এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪

৭। ধর্মঘট সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমাজ বিরোধীদের হামলা বন্ধ করতে হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের হেলথ স্কীম-২০০৮ এ যুক্ত করতে হবে। কোন মতেই এই অংশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ই এস আই-তে যুক্ত করা চলবে না। ক্যারীয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং বোর্ড-কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের যুক্ত করতে হবে।

৮। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু কর।

৯। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রম আইনসমূহ সংশোধনের অপচেষ্টা বন্ধকর। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যুনতম ১৫,০০০ টাকা মজুরী চালু করতে হবে।

উদ্যোক্তা সংগঠন ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি/এ বি টি এ/কনফেডারেশন(আই এন টি ইউ সি)/এ বি পি টি এ/ওঃ বেঃ গভঃ এমঃ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)/জয়েন্ট কাউন্সিল/যুক্ত কমিটি/ষ্টিয়ারিং কমিটি/পঃ বঃ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন/পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন/কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়াকার্স ইউনিয়ন/অঃ বেঃ মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশন/পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি/পঃ বঃ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন/কলকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন/কলকাতা ট্রাম ওয়াকার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন/সাউথ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন/নর্থ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন/কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন/জয়েন্ট কাউন্সিল অফ এ্যাকশন অফ ইউনিভারসিটি এমপ্লয়িজ/ইউনিটি ফোরাম/সারা বাংলা শিক্ষা-কর্মচারী সমিতি/